# পরিবেশ উন্নয়নের হাতছানি

মাওয়া শাখার আওতাধীন এসডিএস কর্তৃক বাস্তাবায়কৃত এসইপি প্রকল্পের উদ্যোগে গো-বর্জ্য সংরক্ষণাগার নির্মাণের কৌশল নিধারণ করা হয়। উক্ত কৌশলের আলোকে অত্র এলাকার উদ্যোক্তাদের যৌথ উদ্যোগে গত মার্চ-২০২২ ইং তারিখ গো-বর্জ্য সংরক্ষণাগার নির্মাণ করা হয়। অত্র এলাকার উদ্যোক্তা শারমীন আক্তার বলেন, গো-বর্জ্য সংরক্ষণাগার নির্মাণের পূর্বে আমাদের খামারের গোবরগুলো যত্রতত্র ফেলে রাখতাম এবং গোবর থেকে কোন সুবিধা পেতাম না। যার ফলে, গোবরের র্দূগন্ধ আমাদের এলাকার পরিবেশ দূষণ সহ আমাদের পরিবারের সদস্য

গো-বর্জ্য সংরক্ষনাগার

বিশেষ করে বাচ্চা ছেলে-মেয়ে বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হত। গোবরের সুষ্ঠ ব্যবস্থাপনা না থাকায় গোবর অপচয় ঘটত। এসইপি প্রকল্পের উদ্যোগে গো-বর্জ্য সংরক্ষণাগার নির্মাণের ফলে আমি এখন ট্রলির মাধ্যমে সংরক্ষণাগারে আমার জন্য নির্ধারিত চেম্বারে গোবর জামা রেখে আসি। শুধূ আমি নয় আমার মত আরো উদ্যোক্তা তাদের জন্য নিধারিত চেম্বারে তাদের খামারের গোবর জমা করে রাখে। অত্র এলাকার ভার্মি কম্পোষ্ট উদ্যোক্তাগণ এবং লাকড়ী তৈরীতে সম্পৃক্ত উদ্যোক্তাগণ নির্দিষ্ট অর্থের বিনিময় সংরক্ষণাগার থেকে গোবর ক্রয় করেন। ক্রয়কৃত গোবর উদ্যোক্তাগণ তাদের প্রয়োজন অনুযায়ী বিভিন্ন কাজে ব্যবহার করেন। বিক্রয়কৃত গোবরের অর্থ গো-বর্জ্য সংরক্ষণাগারের ব্যবস্থাপনা কমিটির নিকট জমা থাকে। একটা নির্দিষ্ট সময় অন্তর অন্তর গোবরে অংশীদারীগণ তাদের উদ্যোগের গোবরের পরিমান অনুযায়ী টাকা পেয়ে থাকেন। মোঃ মহাসিন আলী আরো বলেন, তারা আগে কখনো গোবর বিক্রয় করেননি এবং এলাকার কোন উদ্যোক্তা বিক্রয় করেছেন বলে শোনেন নি কিন্তু এখন গো-বর্জ্য সংরক্ষণাগার নির্মানের ফলে তাদের উদ্যোগের গোবর গুলো নিরাপদ স্থানে সংরক্ষণ করতে পারছেন এবং বিক্রয়ও করতে পারছেন। বিশেষ করে তাদের বাড়িসহ এলকার পরিবেশ পরিবর্তন লক্ষনীয় বলে তিনি জানান।

উদ্যোক্তা ট্রলিতে গো-বর্জ্য বহন করছে।

উদ্যোক্তা ট্রলিতে গো-বর্জ্য বহন করছে।